দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 07 OCT 199...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম 3 ...

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

113

শিক্ষাঙ্গন

বাল্যশিক্ষা

শিক্ষা যে কোন ধর্ম, বর্ণ, দেশ, ভাষা ও বয়সের মানুষকে আলো দান করে থাকে। এখানে কোন কার্পণ্য নেই। নেই কোন দারিদ্র্য। তবে তা গ্রহণ করার ক্ষেত্র যার যতটুক প্রশস্থ তার কালো অক্ষরের প্রভা দিয়ে গড়া পরিচ্ছন্ন এবং মানবিক উপাদানে সমৃদ্ধ আলো তত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। গ্রহণ করার এহেন পার্থক্যের কারণে সমাজে কোথাও আলো, কোথাও অন্ধকার, কোথাও বা সভ্যতা আবার কোথাও বা বর্বরতার বহিঃপ্রকাশ। তাই দেশ ও জাতিকে পূর্ণ আলোর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করতে হলে শিক্ষা গ্রহণ ক্ষেত্রে উদ্দীপনামূলক মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু এ দিকটি আমাদের ৬৮ হাজার গ্রাম বাংলার দেশে দারুণভাবে অনুপস্থিত। ফলে এখানকার সমাজ জীবন, কর্ম জীবন তথা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেমে আসছে দুঃখজনক সিদ্ধান্ত। এখানে অভিভাবকগণ (কোন কোন অভিভাবক ছাড়া) সন্তানের লেখাপড়ার যত্ন নেন অনেক পরে। ফলে সন্তানের অযত্নে বর্ধিত বাল্যশিক্ষার ভিত মজবুত হতে পারে না। যার প্রভাব থেকে পরবর্তী জীবনকে মুক্ত করা আর সহজসাধ্য হয়ে উঠে না। ফলশ্রুতিতে মাধ্যমিক পরীক্ষার পূর্বক্ষণে গৃহ শিক্ষক দিয়ে পড়ালেও ফলাফল হতাশায় ছেয়ে যায়। বাল্যশিক্ষার ভিত হালকা হওয়ায় প্রত্যয়শীল জীবন গঠনে প্রতিযোগিতার এই পৃথিবীতে সে সন্তান নিজেকে হারিয়ে বসে অন্ধকারে।

অপরদিকে বাল্যশিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় হলে সে সন্তান তার মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে উচ্চ শিক্ষার আনুষঙ্গিক চাপ থেকে দরিদ্র দেশের পিতাকে রেহাই দিয়ে নিজেই পারে বিকল্প পথ তৈরী করে নিতে। সেই সাথে স্বক্ষেত্রে বহন করে দেশ ও জাতির জন্য সুনাম কুড়িয়ে আনার মত গৌরব দীপ্ত রেযাল্ট।

কিন্তু সত্য কথা এই যে, এ দেশের অভিভাবকগণ প্রায় ক্ষেত্রেই বাল্যশিক্ষার উপর গুরুত্ব দেন না। যদিচ দিয়ে থাকেন তা খুবই হালকাভাবে। সন্তান স্কুলে রীতিমত গেল কিনা, যথাযথভাবে সময় কাটায় কিনা, সৎসঙ্গে থাকে কিনা এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লক্ষ্য নেয়া যেন অভিভাবকদের বাড়তি ঝামেলা। এ ঝামেলা পোহাতে যেন তারা নারাজ। অথচ ভদ্র, সুশিক্ষিত সুন্দর সন্তান তারাও চান। কিন্তু জলে না নেমে কি মাছ পাওয়া কি করে সম্ভব। ফলে, সন্তানে শিক্ষার ক্ষেত্র ও উদ্দীপনামূলক মানষিকতা কোনটাই মুখ থুবড়ে থাকার হাত থেকে রেহাই পায় না। বাস্তবে যা ঘটে তা হল "অঙ্কুরে বিনষ্ট বৃক্ষ মরিলা শুকিয়ে।" এ দেশের মূল্যবান সম্পদ এ দেশের শিশুরা। তাদের সুস্থ জীবন মানেই দেশের সুস্থ ভবিষ্যৎ। তাদের বাল্যজীবন অকাজে আলস্যে অবহেলায় যেন বিনষ্ট না হয় সে জন্য মা মেয়েদের অধিকতর সচেতন থাকা বাঞ্ছনীয়। সংসারে আর দশটি কাজের চেয়ে এ কাজটিকে অধিকতর গুরুত্বের সাথে দেখা উচিৎ। মনে রাখা দরকার যে, শিশুর বাল্যশিক্ষা যত যত্নে লালিত, বর্ধিত সে শিশু তত সরস ও সৌখিন মেধা বিকাশে সক্ষম। জয়তু বাল্যশিক্ষা।

—অধ্যাপক এ, বি, এম, ছিদ্দিক
মাধকলা সিনিয়র মাদ্রাসা
হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ।